

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব মোঃ ওসমান গণি
মাননীয় প্যানেল মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ : ১৫ কার্তিক ১৪২৪
৩০ অক্টোবর, ২০১৭
সময় : বিকাল ০৩.০০ টা
স্থান : নগর ভবন, সেন্টার পয়েন্ট (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতির সম্মতিক্রমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভার সভাপতি, মাননীয় প্যানেল মেয়রবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ২৫/০৯/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৯তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২৫/০৯/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৯তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১৯তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণে উপস্থিত সকলে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	সর্বসম্মতিক্রমে ১৯তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর দৃঢ়করণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০২.	১৯তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১৯তম জরুরী কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।	১। ১৯তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	<ul style="list-style-type: none"> বিভাগীয় প্রধান (সকল) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
০৩.	ডিএনসিসি'র অকেজো, জরাজীর্ণ ও মেরামত বিবেচনায় অলাভজনক যানযন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে নিলাম নীতিমালা প্রণয়ন।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ডিএনসিসি'র অকেজো, জরাজীর্ণ ও মেরামত বিবেচনায় অলাভজনক যানযন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করেন। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ করেন। সভাপতি, ২ (দুই) জন কাউন্সিলরসহ ৫/৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি “নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি” গঠন করার প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি আগামী কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে হবে।	১। ২ (দুই) জন কাউন্সিলরসহ ৫/৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি “নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি” গঠন করার প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপন করতে হবে। ২। গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি আগামী কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে হবে।	<ul style="list-style-type: none"> তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
০৪.	বহুতল ভবন এর অনাপত্তি প্রদানের নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন।	নগর পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সংযুক্তি (আবেদনপত্র, অঞ্জীকার নামা ও বর্জ্য সংগ্রহের জামানত)সহ অনাপত্তি প্রদানের নীতিমালা, ২০১৭ অনুমোদনের নিমিত্ত সভায় উপস্থাপন করা হয়। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, বহুতল ভবন নির্মাণের অনাপত্তি প্রদানে সংশ্লিষ্ট	১। ২ (দুই) জন কাউন্সিলর ও ৩ (তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি “নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি” গঠনের প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপন করতে হবে।	<ul style="list-style-type: none"> নগর পরিকল্পনাবিদ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্ত
		<p>ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র নিতে হবে।</p> <p>ওয়ার্ড-৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাস্শের চৌধুরী বলেন, ডিএনসিসি'র কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব নীতিমালা বা প্রস্তাবনা তৈরী করা, কাউন্সিলরগণ উক্ত প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই করত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, সংযোজন-বিয়োজন করে কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন দিবেন। এটাই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। তিনি বহুতল ভবন নির্মাণের অনাপত্তি প্রদানে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র নেয়ার বিষয়ে ৩২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।</p> <p>১১ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, বহুতল ভবন নির্মাণের অনাপত্তি প্রদানের জন্য ডিএনসিসিতে “ওয়ান স্টপ সেল” গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। অনাপত্তি প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর'কে উপস্থিত রাখার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।</p> <p>২২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ লিয়াকত আলী বলেন, অতীতে কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রমের নথি কাউন্সিলরবৃন্দের অনুমোদন ছাড়া পাশ হয়নি। অথচ এখন উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য কাউন্সিলরবৃন্দ পান না। তিনি উন্নয়ন কার্যক্রমে কাউন্সিলরদের অধিকতর সম্পৃক্ত করার অনুরোধ জানান। তিনি বহুতল ভবনের অনাপত্তি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ২ (দুই) জন কাউন্সিলর ও ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন।</p> <p>সভাপতি বলেন, বহুতল ভবনের অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র গ্রহণ করার বিষয়টি নীতিমালায় সংযুক্ত করতে হবে। তিনি ২ (দুই) জন কাউন্সিলর ও ৩ (তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি “নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি” গঠন করার প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপনের জন্য নগর পরিকল্পনাবিদ'কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি আগামী কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে হবে।</p>	<p>২। গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি আগামী কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>৩। বহুতল ভবনের অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র গ্রহণ করার বিষয়টি নীতিমালায় সংযুক্ত করতে হবে।</p>	
০৫.	পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রমের অসামঞ্জস্যতা সংশোধন সংক্রান্ত।	<p>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, অঞ্চল-১ এবং অঞ্চল-৩ এ সম্প্রতি কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ফিল্ডবুক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, সেখানে কিছু ভুল ভ্রান্তি রয়ে গেছে। দীর্ঘ ২৭ বছর পর জেনারেল এসেসমেন্ট হওয়ার কারণে প্রথমবারের মতো এ ধরনের ভুল-ত্রুটি উদ্ঘাটিত হচ্ছে। তিনি নিম্নরূপ ভুল হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন-</p> <p>১। মালিক না হওয়া সত্ত্বেও এক ব্যক্তির নামে একাধিক প্লট/ফ্ল্যাট লিপিবদ্ধ করা।</p> <p>২। মালিক নয় এরকম ব্যক্তির নাম হোল্ডিং এ লিপিবদ্ধ করা।</p> <p>৩। মালিকের নামের বানান ভুল লিখা।</p> <p>৪। ব্যবহারের ধরণ ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা।</p> <p>৫। মূল্যায়নের পরিমাণ ভুল।</p> <p>৬। অন্যান্য করণিক ভুল।</p> <p>তিনি বলেন, এ সকল ভুলের কারণে নিম্নরূপ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছেঃ</p> <p>১। প্রকৃত মালিক হওয়া সত্ত্বেও এসেসমেন্ট তালিকায় নিজের নাম না থাকার কারণে করদাতাগণ বিরতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন।</p> <p>২। কর প্রদান করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।</p> <p>৩। ১০,০০০/- টাকা নামজারী ফি জমা দিয়ে নামজারীর মাধ্যমে এসব ভুল সংশোধন করার জন্য প্রলুব্ধ করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণ বেআইনী।</p> <p>৪। করদাতাগণ এসব সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে হয়রাণির সম্মুখীন হচ্ছেন।</p> <p>তিনি বলেন, নিম্নবর্ণিত কারণে এসকল ভুল হচ্ছে (১) এসেসমেন্ট কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অসচেতনতা (২) দীর্ঘ ২৭ বছর পরে জেনারেল এসেসমেন্ট হওয়ার কারণে অভিজ্ঞতার অভাব। কোন এসেসরই কর্মজীবনে কোনদিন জেনারেল এসেসমেন্ট এর কাজ করেননি বা করার সুযোগ পাননি (৩) হোল্ডিং মালিকগণ যথাসময়ে তথ্য প্রদান করেন না। (৪) কোন কোন এ্যাপার্টমেন্টে কয়েকবার যাবার পরও ফ্ল্যাট মালিকগণ তথ্য দেন না। (৫) কোন কোন মালিক মৌখিকভাবে তথ্য দিলেও মালিকানার স্বপক্ষে কোন প্রমাণপত্র দিতে চান না বা দিতে গড়িমসি করেন। (৬) অনিচ্ছাকৃত করণিক ভুল</p> <p>তিনি এ সময় নিম্নরূপে “দি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ট্যাক্সেশন) বুল” এর বিধি-২৬ : সভাকে অবহিত করেনঃ</p>	<p>১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯/০৯/২০১৭ তারিখের সভার সুপারিশ ও ২৪/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার প্রয়োগিক পদ্ধতি অনুমোদন করা হলো এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের পত্র মারফত অবহিত করতে হবে।</p>	<p>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা</p>

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		<p>১) সিটি কর্পোরেশন যে কোন সময় অধিবেশনের মাধ্যমে এসেসমেন্ট তালিকার পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে :</p> <p>(ক) তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর কোন সম্পত্তি করের দায়ে দায়বদ্ধ হলে অথবা কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল যা পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়নি</p> <p>(খ) কোন ভূমি বা ভবনের মালিকানা পরিবর্তন হলে বা উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোন মাধ্যমে অর্জিত হলে</p> <p>(গ) ভুল মূল্য নির্ধারণ বা কর ধার্যের কারণে মূল্য নির্ধারণ ও কর ধার্য সংশোধন</p> <p>(ঘ) ভবনের সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের কারণে পুনঃমূল্য নির্ধারণ বা পুনঃ কর ধার্যকরণ</p> <p>(ঙ) কোন ভূমি বা ভবন সম্পূর্ণ বা আংশিক বিধ্বস্ত হলে অথবা মূল্য হ্রাসকরণ</p> <p>(চ) কোন করণিক বা সংখ্যাগত ভুল সংশোধন</p> <p>তিনি বলেন, গত ১৯.০৯.২০১৭ খ্রি: তারিখে প্রধান নির্বাহী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:</p> <p>➤ জেনারেল এসেসমেন্ট বা নয়াবাদী হোল্ডিং এর কর ধার্যের নথিতে এবং ফিল্ড বুক উদঘাটিত ভুলসমূহ যেমন, এসেসীর নামের ভুল, ভুল নামে রেকর্ড করা, ভিন্ন ভিন্ন মালিক থাকা সত্ত্বেও ভুলবশত: একক নামে একাধিক ফ্ল্যাট লিপিবদ্ধ করা, ফ্ল্যাট নম্বর ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা, ব্যবহারের ধরণ ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি “দি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ট্যাক্সেশন) রুল” এর বিধি ২৬ (ক) ও ২৬ (চ) প্রয়োগ করে সংশোধন করা যেতে পারে।</p> <p>তিনি আরও বলেন, এ ধরনের ভুল সংশোধনকে কোনভাবেই নামজারী হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না। ভুল সংশোধনে কোন প্রকার টাকা প্রয়োজন হবে না। ২৬ (খ) বিধিতে নামজারীর যে বিধান আছে তা পূর্ববৎ বহাল থাকবে।</p> <p>তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে বিগত ২৪/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ প্রয়োগ পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়।</p> <p>প্রয়োগ পদ্ধতিঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. সংক্ষুদ এসেসী বা হোল্ডিং মালিকের আবেদনের ভিত্তিতে এ দুটি সংশোধন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে। ২. সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন দাখিল করা যাবে। ৩. আবেদন পত্রের সাথে মালিকানার প্রমান বা আবেদনের যৌক্তিকতার প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। ৪. আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কর কর্মকর্তার তাঁর দপ্তরের একজন উপ কর কর্মকর্তার মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন সংগ্রহ করবেন। ৫. আবেদনপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর ধার্যের নথিতে উপস্থাপন পূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আকারে কর কর্মকর্তা তার সুপারিশ সহকারে নথি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। ৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা নথি যাচাই পূর্বক যথাযথ বিবেচিত হলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নথি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করবেন। ৭. অথবা যথাযথ বিবেচিত না হলে কর কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবেন। পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আকারে নথি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। ৮. প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নথি প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে নথি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেন। প্রস্তাবিত নথিতে কোন অসংগতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজন বশত: পুনঃতদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন। <p>০৬ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ রজ্জব হোসেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স না নেওয়ার বিষয়ে এবং কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রমে কাউন্সিলরদের প্রতিনিধি রাখার অনুরোধ জানান।</p> <p>সভাপতি বলেন, কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের পত্র মারফত অবহিত করতে হবে।</p>		

